উত্তরাধিকারীরা

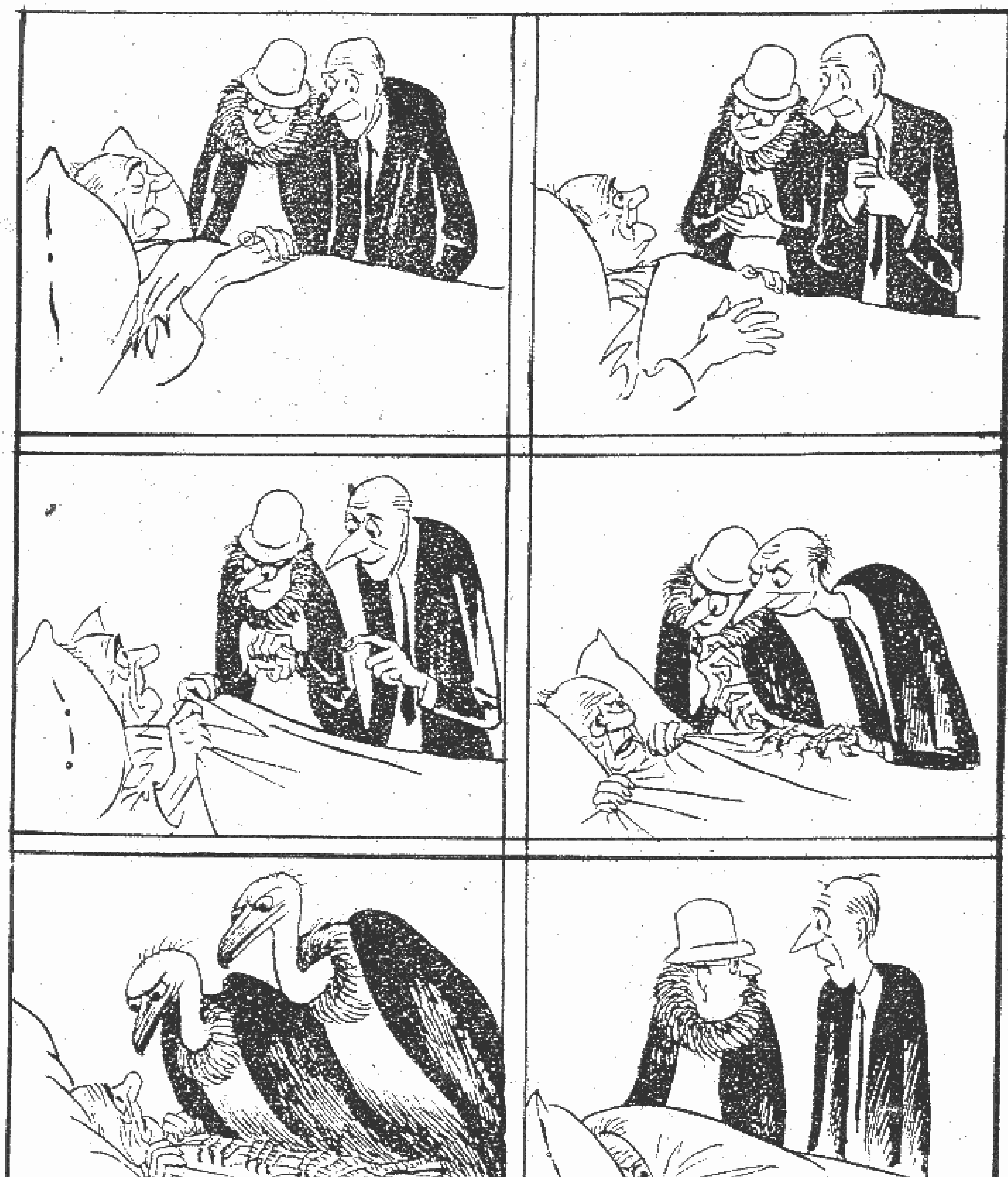

মানুষভেদে হাতের লেখা বিভিন্ন হয়ে থাকে সেই বিভিন্নতা দিয়ে বোঝা যায় কার কেমন চরিত্র বা স্বভাব! তাই স্বভাব-চরিত্র বুঝতে এই হাতের লেখার ডায়াগনোসিস...

আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার টুটুল

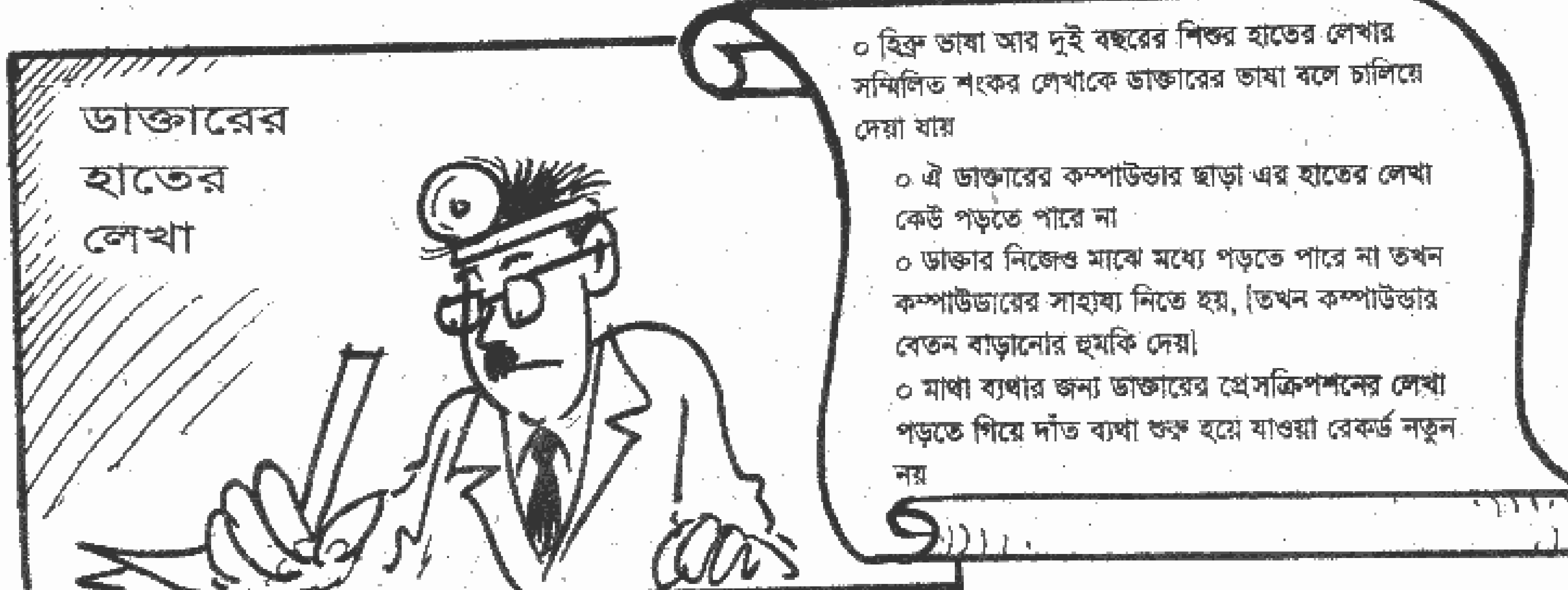

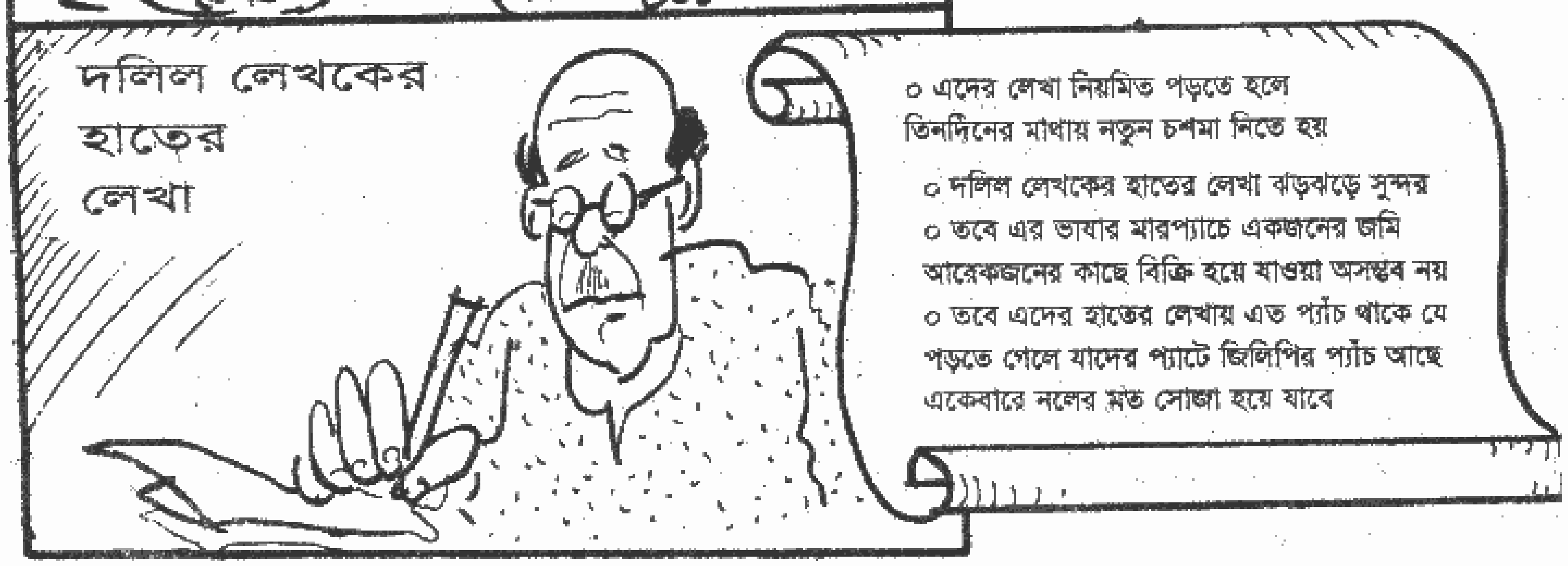

ছড়াকারদের হাতের লেখা
○ এদের হাতের লেখা সবচে সুন্দর গোটা গোটা
○ ছড়ার চাইতে এদের হাতের লেখা সুন্দর হওয়ায় এরা পার্ট টাইম সাইনবোর্ড লেখার কাজ করতে পারে
○ এদের স্পেস দিয়ে দিয়ে ছড়া লেখার কারনে স্পেসের ভিতরে অন্য কেউ চার লাইনের ছড়া ঢুকিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দিতে পারে
○ তবে গোটা গোটা বড় বড় লেখার কারনে এদের কাগজ বেশী লাগে বলে এদের ছাপানো বইয়ের থেকে পান্ডুলিপি বিক্রি [সের দরে] লাভজনক
প্রেমিকের হাতের লেখা
○ সুগন্ধি কলমে লেখে বলে এদের লেখাও সুগন্ধযুক্ত অবশ্য তাষার কারনে দুর্গন্ধও লাগতে পারে
○ এদের লেখায় প্রচুর বানান ভুল থাকে
○ প্রায়শই চোখের পানিতে অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে থাকে
○ ছোট কাগজে সর্বোচ্চ পরিমান লেখা আটাতে সক্ষম বলে ডাক বিভাগ এদের লেখার উপর বিশেষ ক্ষিপ্ত।
নকলবাজের হাতের লেখা
○ শিক্ষকের দিকে নজর রেখে লিখতে হয় বলে এদের হাতের লেখা যমুনা ব্রিজের মত ক্যাওড়া দিয়ে অন্যদিকে রওনা দেয়
○ শিক্ষকের ভয়ে টেনশনে এরা লেখায় দাড়ি, মোচ, কমা, সেমিকোলন দিতে ভুলে যায়
○ এরা হুবহু কপি করে বলে লেখায় নকলের ভুলও কপি করে ফেলে। ফলে প্রায়শই তাদের প্রশ্ন উত্তরের পাশে লেখা থাকে 'নকল নং ৩ পিছনের পকেট'
উন্মাদের হাতের লেখা
○ প্রেমিক/ প্রেমিকাদের লেখার মত এদের হাতের লেখায় প্রচুর বানান ভুল থাকে
○ এদের লেখা আরবী স্টাইলে পড়তে হয়
○ এরা কলম উল্টিয়ে লেখে বলে প্রায়শই এরা লেখার নামে সাদা কাগজ নিয়ে হাজির হয়।

মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার রেজাল্টের পর পর আমরা পত্র-পত্রিকায় স্ট্যান্ড করা ছাত্র-ছাত্রীদের গর্বিত বাবা-মার সঙ্গে ছবি দেখতে পাই। কিন্তু পাশাপাশি প্রকৃত ছবিটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না! তাই প্রকাশিত ছবি আর অপ্রকাশিত ছবি নিয়ে আমাদের এই ফিচার

পত্রিকার ছবি

শিল্পী : আহসান হাবীব

পত্র-পত্রিকায় যে ছবি আমরা দেখি...

পত্র-পত্রিকায় যে ছবি আমরা দেখি না...

স্ট্যান্ড করা ছেলেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে গর্বিত বাবা
কলেজ-ভার্সিটিতে ঢুকেতো দুদিন বাদেই ক্যাডার হয়ে খুন খারাবী করে ফাঁসিতে ঝুলবে বরং এখনই নাও...ঝুলে পড়
বান্ধবীর রেজাল্টে উল্লাসিত অন্য বান্ধবীরা...
হুররে
তুই আমাদের গর্ব
তুই আমাদের মুখ রেখেছিস
বটে আমাদের ভজ দিয়ে ভাল রেজাল্ট করা?
দে দুঘা বসিয়ে...
নোট দিলাম আমি আর উনি আমাকে টেক্কা দিয়ে স্ট্যান্ড করলেন...তবেরে
না তোমার জন্য এটাই খাপে খাপ ময়জুদ্দির বাপ!..গেলি!!
যে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছ তোমার জন্য স্প্যাশাল অর্ডার দিয়ে এই মুকুট বানিয়ে আনলাম

চোখ দেখে নাকি মানুষের মনের ভাষা বোঝা যায়। প্রেমের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা চোখের ভাষার কথা অনেক শুনেছি কিন্তু প্রেমের বাইরেও যে এর ব্যবহার রয়েছে তা কি আমরা জানি? তাহলে জানার চেষ্টা করুন...

চোখের ভাষা?

প্রচ্ছদ চৌধুরী

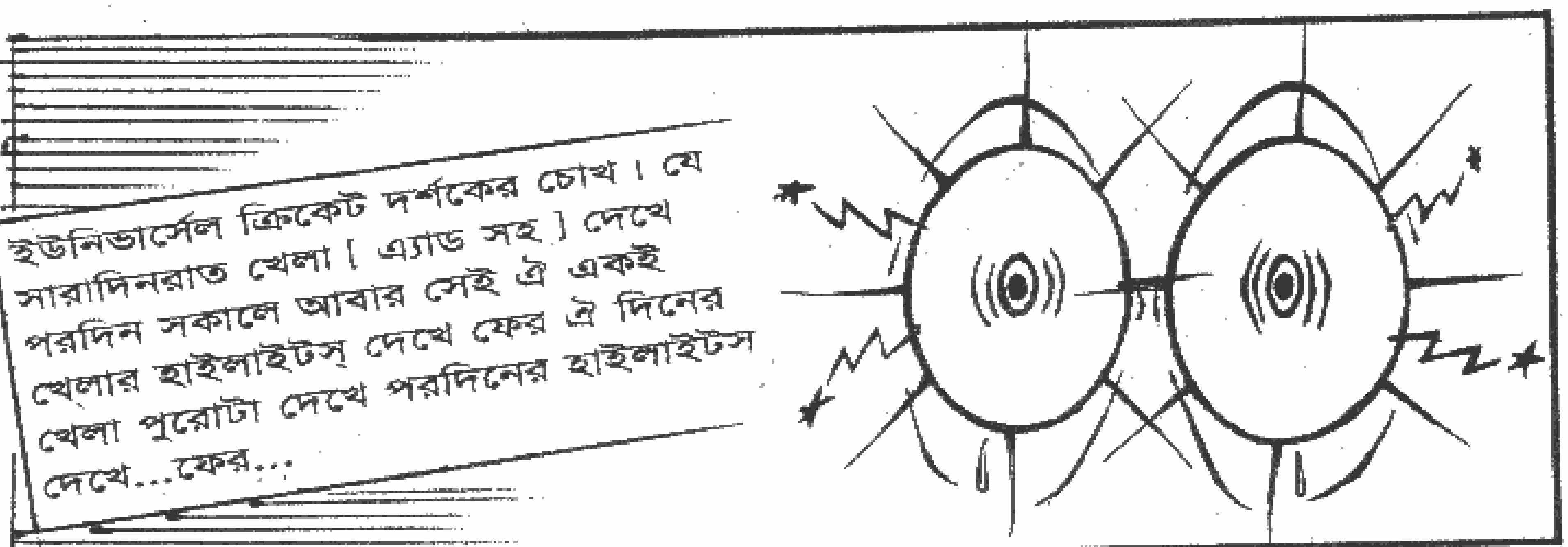

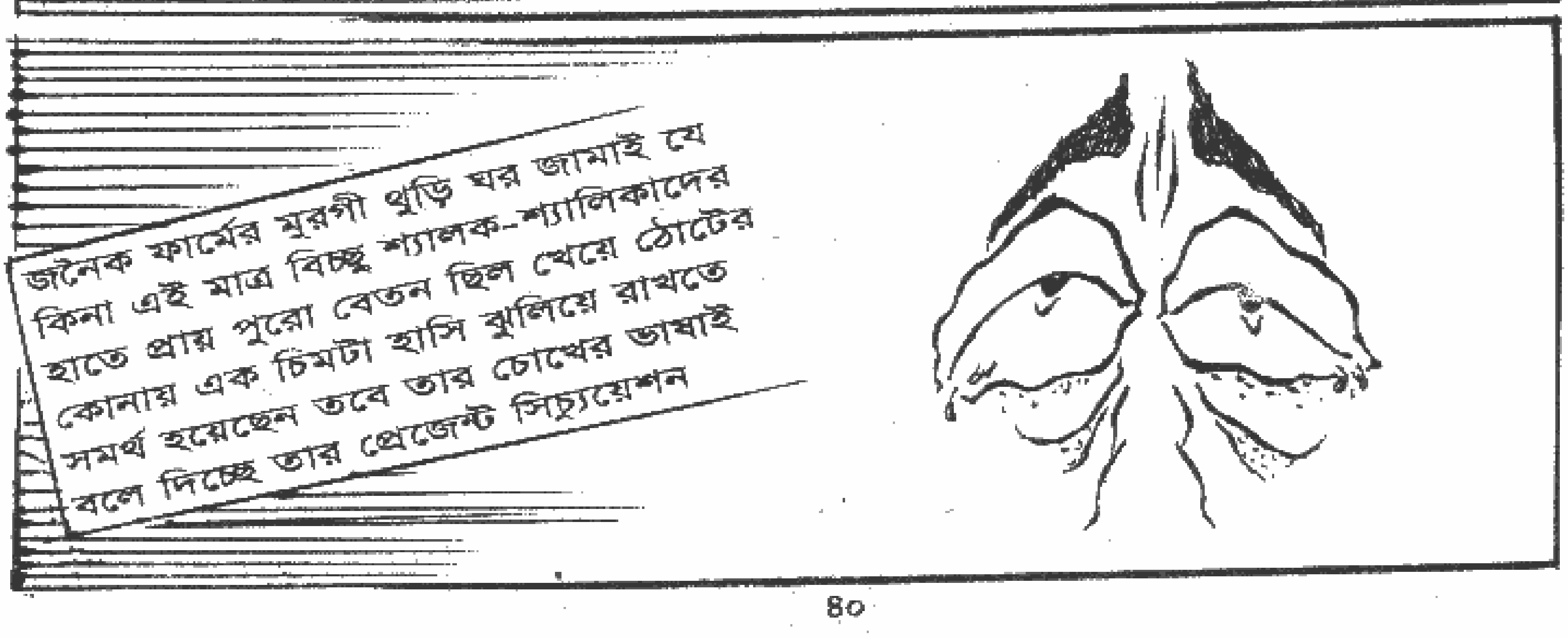

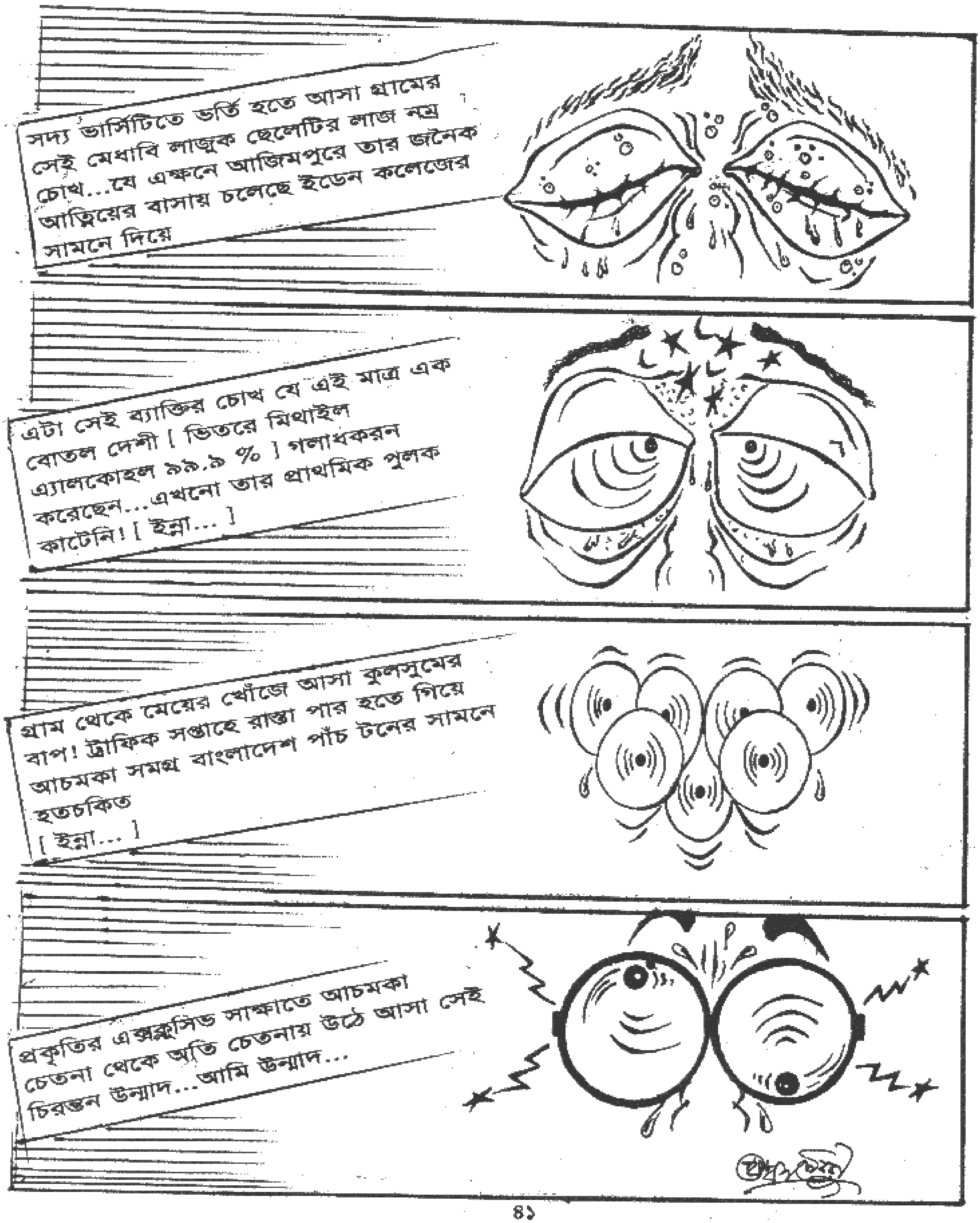
সদ্য ভার্সিটিতে ভর্তি হতে আসা গ্রামের সেই মেধাবি লাজুক ছেলেটির লাজ নম্র চোখ...যে এক্ষনে আজিমপুরে তার জনৈক আত্মিয়ের বাসায় চলেছে ইডেন কলেজের সামনে দিয়ে
এটা সেই ব্যাক্তির চোখ যে এই মাত্র এক বোতল দেশী [ভিতরে মিথাইল এ্যালকোহল ৯৯.৯ %] গলাধকরন করেছেন...এখনো তার প্রাথমিক পুলক কাটেনি! [ইন্না...]
গ্রাম থেকে মেয়ের খোঁজে আসা কুলসুমের বাপ! ট্রাফিক সপ্তাহে রাস্তা পার হতে গিয়ে আচমকা সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টনের সামনে হতচকিত [ইন্না...]
প্রকৃতির এক্সক্লুসিভ সাক্ষাতে আচমকা চেতনা থেকে অতি চেতনায় উঠে আসা সেই চিরন্তন উন্মাদ...আমি উন্মাদ...

সবাই সবাইকে নিয়ে ভাবে কিন্তু ফকির মিসকিনকে নিয়ে কেউ ভাবে না। তো উন্মাদ তাদের নিয়েও ভাবিত। আর সেই কারণে তারা কোথায় ভিক্ষা করলে ভাল পয়সা পেতে পারে তাই নিয়ে এই ফিচার...

কোথায় ভিক্ষা পাবেন

শিল্পীঃ মেহেদী ০ লেখাঃ ডালিম

কোন বাড়ি থেকে ক্রন্দনের সুর ভেসে আসলে সেই বাড়ির দোড়-গোড়ায় বসে পড়তে পারেন...

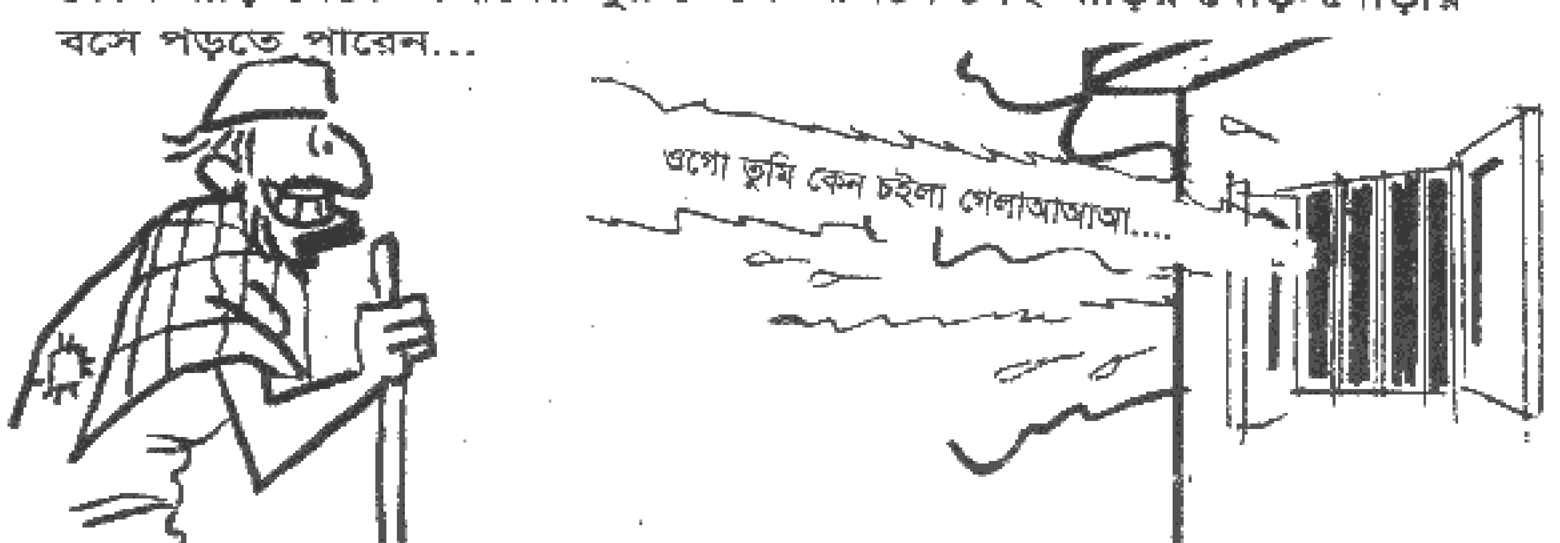

নির্বাচনের আগে আগে কেতান দেশ প্রেমিক নেতার বাড়ির দোড়গোড়ায় বসে পড়লে ইনশাল্লাহ...

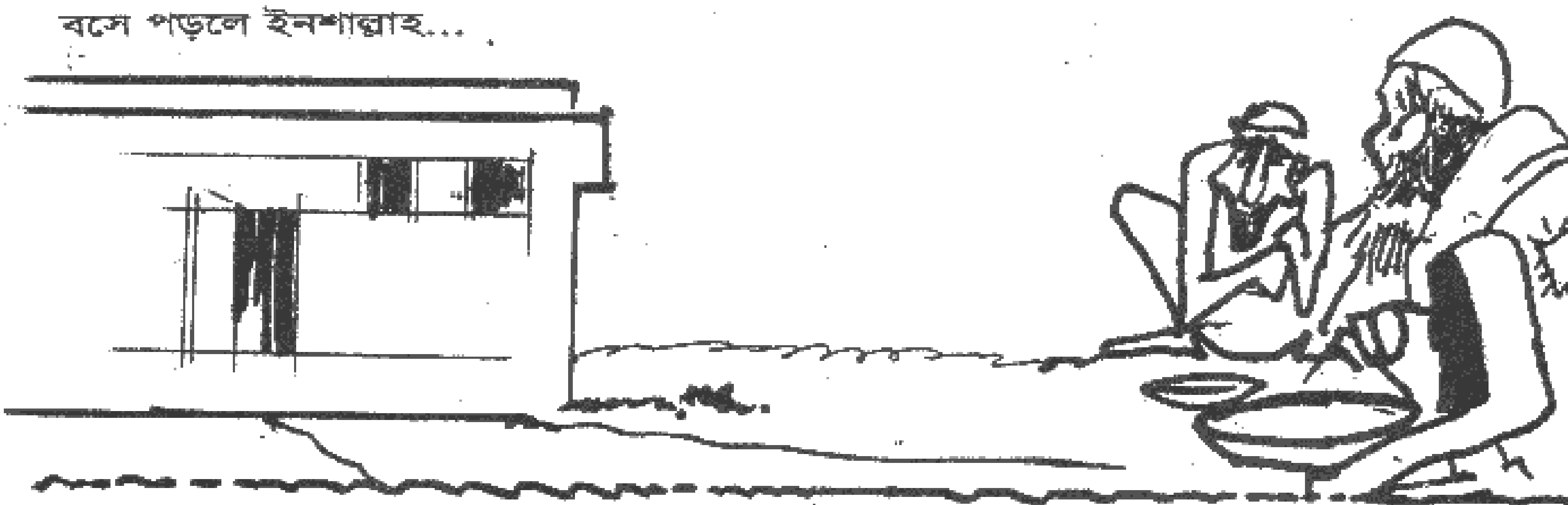

লর্ডসের সামনে বসে পড়তে পারেন...

কোর্টকাচারীর সামনে বড় কোন কেসের তারিখে বসে পড়তে পারেন...

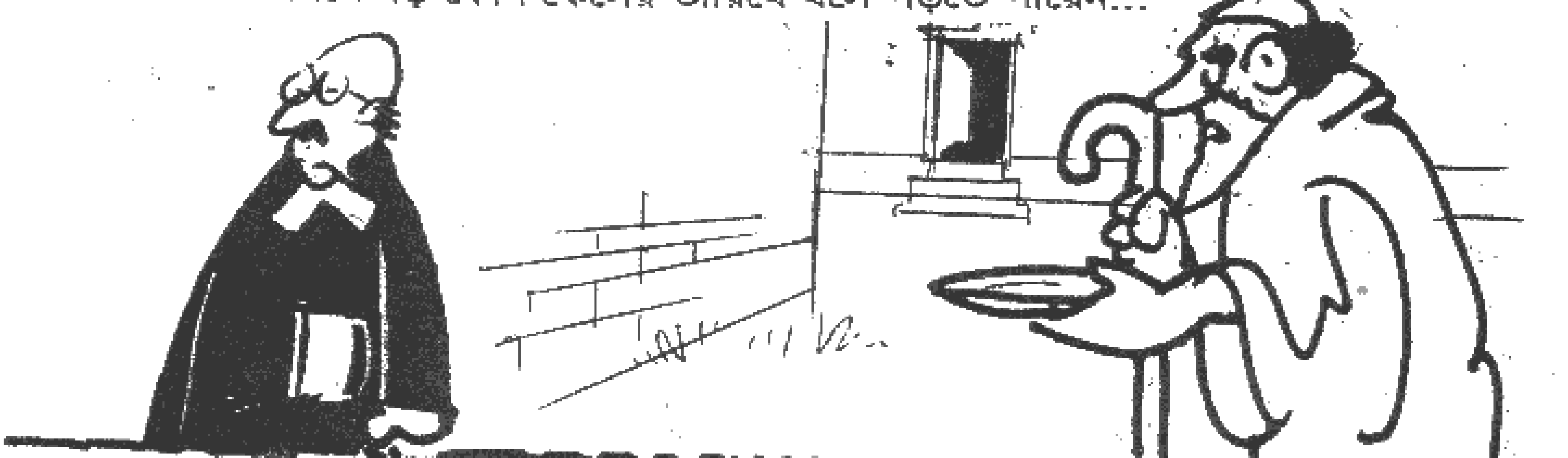

পরীক্ষার সীজনে যে কোন পরীক্ষা হলের সামনে নির্দ্বিধায় বসে পড়তে পারেন...

হাসপাতাল, ক্লিনিকের সামনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকুন...

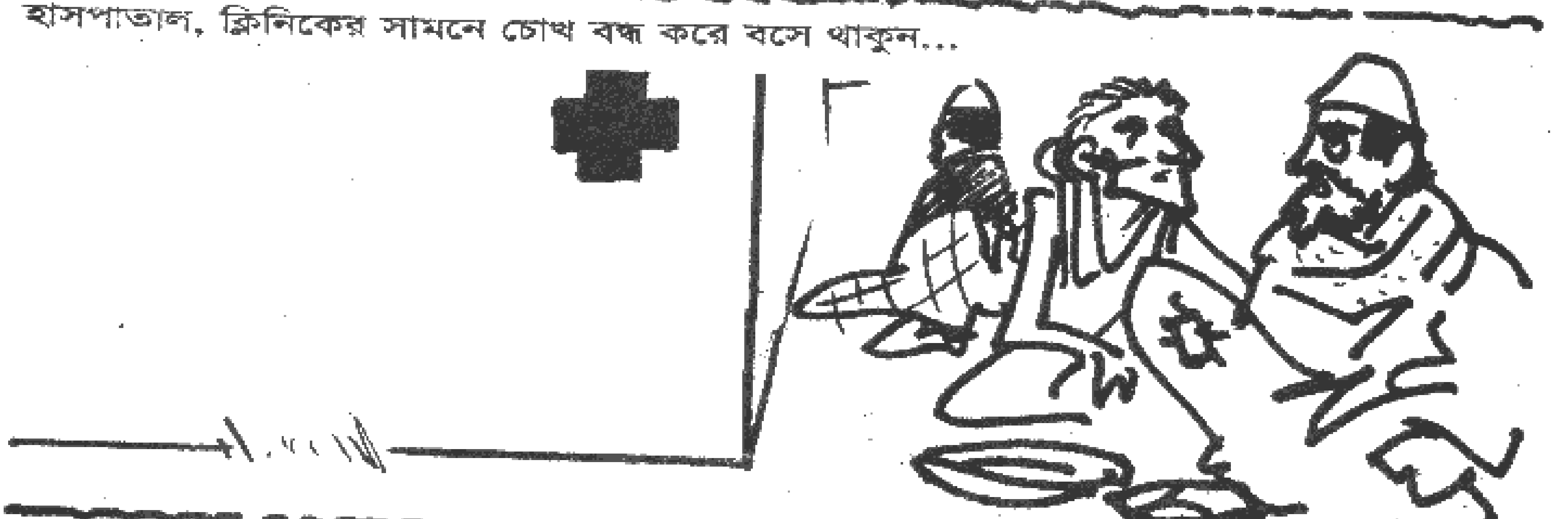

পরিদর্শন
আজ আমরা এসেছি থানা হাজত পরিদর্শনে...
আবে ঐ চান্দিছিলা তুমি আবার কেঠা?
আমি কবির...ইয়ে হায় হায় প্রতিদিন মানে আপাততঃ উন্মাদে ডেপুটেশনে...মানে পরিদর্শন...
আমি বন্দি কারাগারে... আছিগো মা বিপদে...
পুরানপাগল ভাত পায় না নতুন পাগল আমদানি...
উন্মাদ? জলদি ঢুকেন গারদে...
হাজতের ভিতরে একজনকে দেখছি কি সব নোট করছেন?
আগামী বই মেলায় একটা হিট বই বের করার ইচ্ছা আছে কিনা...তাই হাজতের ভিতরের ' দেয়াল সাহিত্য ' নোট করছি...
একি আপনি দেখছি সুতো দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন?
কেন শুনেন নাই হাজতের ভিতরে নাকি জুতার ফিতে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে! তাহলে সুতা দিয়ে করতে দোষ কোথায়?

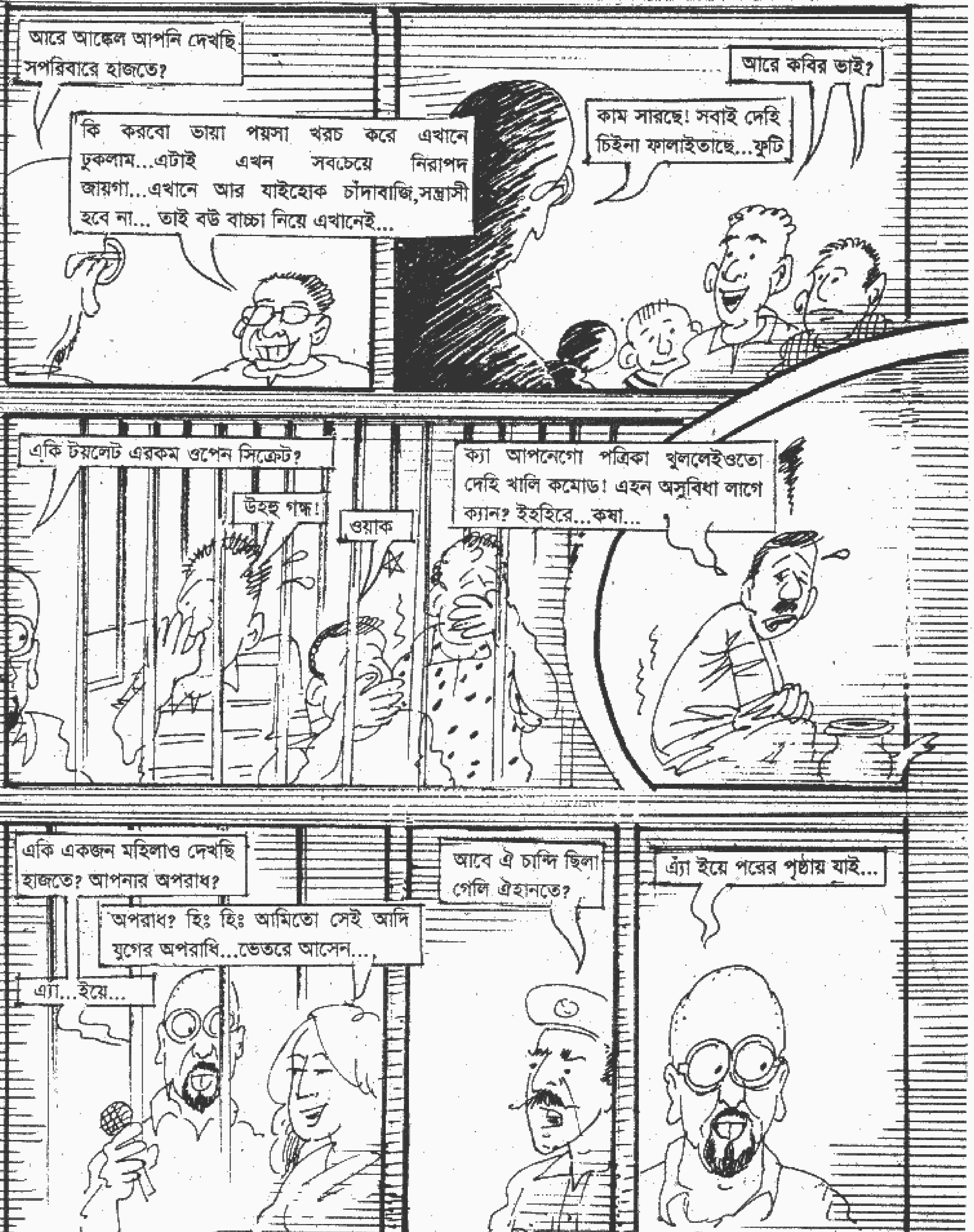

আরে আঙ্কেল আপনি দেখছি সপরিবারে হাজতে?
কি করবো ভায়া পয়সা খরচ করে এখানে ঢুকলাম...এটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা...এখানে আর যাইহোক চাঁদাবাজি,সন্ত্রাসী হবে না... তাই বউ বাচ্চা নিয়ে এখানেই...
আরে কবির ভাই?
কাম সারছে! সবাই দেহি চিইনা ফালাইতাছে...ফুটি
এফি টয়লেট এরকম ওপেন সিক্রেট?
উহহু গন্ধ!
ওয়াক
ক্যা আপনেগো পত্রিকা খুললেইওতো দেহি খালি কমোড! এহন অসুবিধা লাগে ক্যান? ইহহিরে...কষ্বা...
একি একজন মহিলাও দেখছি হাজতে? আপনার অপরাধ?
অপরাধ? হিঃ হিঃ আমিতো সেই আদ্দি যুগের অপরাধি...ভেতরে আসেন...
এ্যা...ইয়ে...
আবে ঐ চান্দি ছিলা গেলি ঐহানতে?
এ্যা ইয়ে পরের পৃষ্ঠায় যাই...

একি হাজতে দেখছি একটা এ্যালিয়েন???
এ্যালিয়েন নারে ভাই উনি মাইরের উপর আছেতো...কথা বাইর করার লাইগা মাইর দিতাছে...
তা কথা বাইর করতে পারছে?
ক্যামনে পারবো ও কথা জানলেতো...ওতো বোবা...
সত্যি আমার কান্না পাচ্ছে...
কি হাজতিগো দুর্দশা দেইখা?
আরে না চোর-ডাকাত-হাইজ্যাকারেরও থাকার জায়গা আছে আমার তাও নাই...ই...ই...ই...(কান্না)
আরে মোতাব্বিরের কাণ্ড? আপনি এখানে?
এরই উম্মাদ বাই নি? মাতার চুল দি ব্যাক ফেলাই দিছেন...
আন্নেরে আর কি কমু হেই বাজেটের আগে দি কিছু চিনি ইস্টক কইচ্চিলাম লাল ছার লাই...আরে ফুলিশে দইচ্চে...আফনে বাইরে ক্যা ভিতরে চলি আইয়েন...
আরে না এখানে আর জায়গা নেই...দেখি অন্য কোথাও...
এ্যাঁ...ইয়ে পরিদর্শন এখানেই শেষ...
চিড়িয়াখানা
যায় যায় দিন ভালো আসে দিন প্রতিদিন হায় হায় খারাপ !?

উন্মাদের সমস্যা বিভাগে যে হারে সমস্যা আসতে শুরু করেছে তাতে করে সময় করে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে । তারপরও পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে আমরা বিভাগটি চালিয়ে যাচ্ছি তবে মনে রাখতে হবে এই সব সমস্যা ও তার সমাধান সবই কিন্তু উন্মাদীয়

উন্মাদ স্মী সমস্যা

মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজ
গ্রামঃ উত্তর মানিকপুর
পোঃ মানিকপুর
থানাঃ সেনবাগ, নোয়াখালী ।

○ আমাদের প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যা। এই সমস্যা আমাদের একটি পুরাতন সমস্যা। এই জনসংখ্যারই একটি অংশ উন্মাদ পড়ে পড়ে যেভাবে দিন দিন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে, এটাতো আরেক সমস্যা। এ থেকে মুক্তির উপায় কি?
○ যেহেতু আপনি বলছেন পুরাতন সমস্যা কাজেই পুরাতন উন্মাদ পড়া বাদ দিতে হবে। তবে নতুন উন্মাদ পড়া চলবে! কি বলেন?

রায়হান
হাজীপাড়া, আগ্রাবাদ
চট্টগ্রাম ।

○ আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি, গত বছর মে মাসে আমরা একে অপরের হৃদয়কে এক সাথে করে ফেলি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে মাস আসার আগে সে আমার কাছ হতে তার দেয়া হৃদয় ছিনিয়ে নেয় এবং আমার হৃদয়কে কাঁচের প্লেটের মত করে এক আছাড় মারে এবং সেটি ৪২০টি টুকরায় পরিনত হয়েছে। এই ভাঙ্গা টুকরাগুলো আবার কিভাবে জোড়া লাগাবো বলবেন কি? প্লিজ তাড়াতাড়ি...
○ জোড়া লাগানোর দরকার কি ওগুলো দিয়ে কটকটি খেয়ে ফেলুন।

মোঃ রুবেল আজিজ
৭/৩/এ কলতা বাজার
ঢাকা -১০০০ ।

○ আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, জীবনে আমি উন্মাদীনি ছাড়া বিয়ে করবো না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, আমার কাছে কোন উন্মাদীনির ঠিকানা নেই। আপনার কাছে কোন উন্মাদীনির ঠিকানা থাকলে দয়া করে জানাবেন কি?
○ ঠিকানাতো ছিল ভাই, কিন্তু সেই সব উন্মাদীনিরা যে আমাদেরকেই বিয়ে করে বসে আছে !!

চন্দন পোদ্দার
গ্রীন রোড
ঢাকা

○ আমি পাকিস্তানের সাপোর্টার ছিলাম। কিন্তু গত বিশ্বকাপে পাকিস্তান গো হারা হারার পর আমার ঘুম হারাম হয়ে গেছে! কি করি আপনার জানা মতে কোন ওষুধ-পত্র আছে কি?
○ আছে ' জুতামাইছিন ' দৈনিক তিনবেলা খালি পিঠে খেতে হবে।

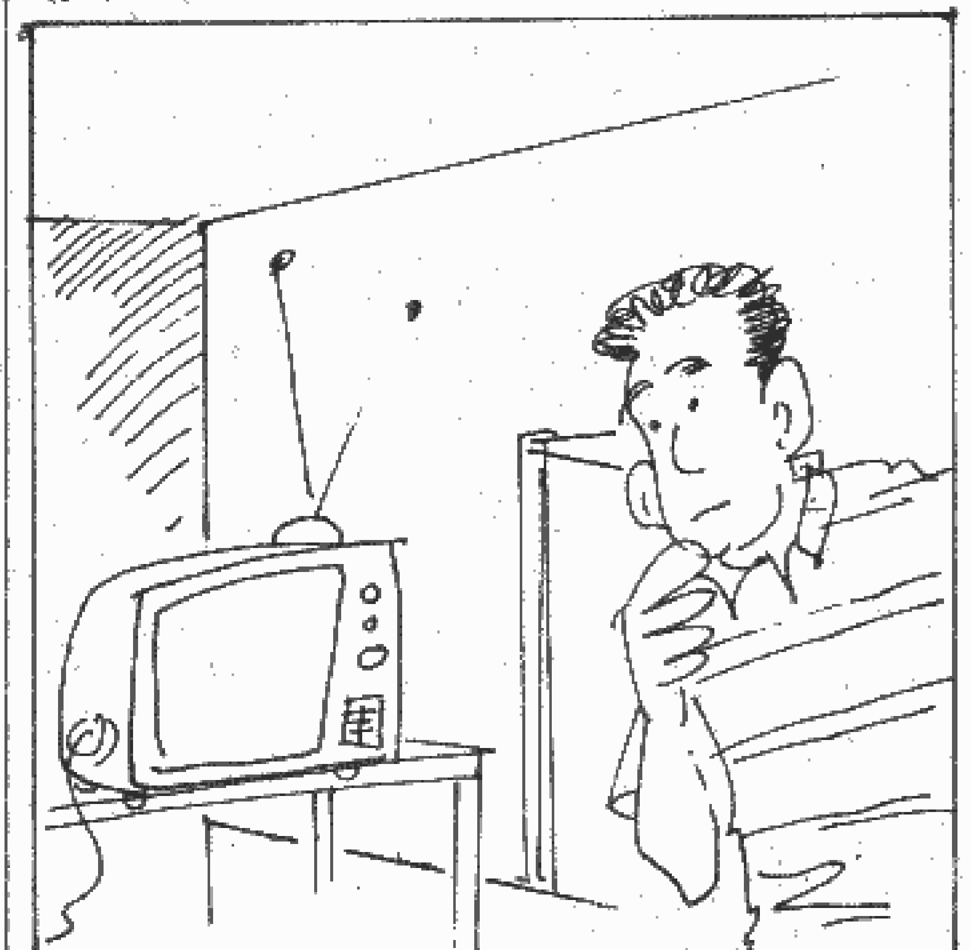

মোখলেস
আজমপুর, উত্তরা
ঢাকা-১

○ গত বিশ্বকাপ কুইজে জিতে আমি একটি টিভি পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ঐ টিভিতে মাঝে মাঝেই ' হাউজ দ্যাট ' ' হাউজ দ্যাট ' আওয়াজ আসে! কি করি?
○ মনে হয় আপনার টিভি ' ক্রিকেট ভাইরাসে ' আক্রান্ত । ইমিডিয়েট বুলবুলের কাছ থেকে একটা তাবিজ এনে টিভির এন্টেনায় বেধে দিন, সেরে যাবে।

উন্মাদ পাবলিকেশন্‌স রেজি ডিএ-৬১২